Downloaded from: justpaste.it/6iz2v

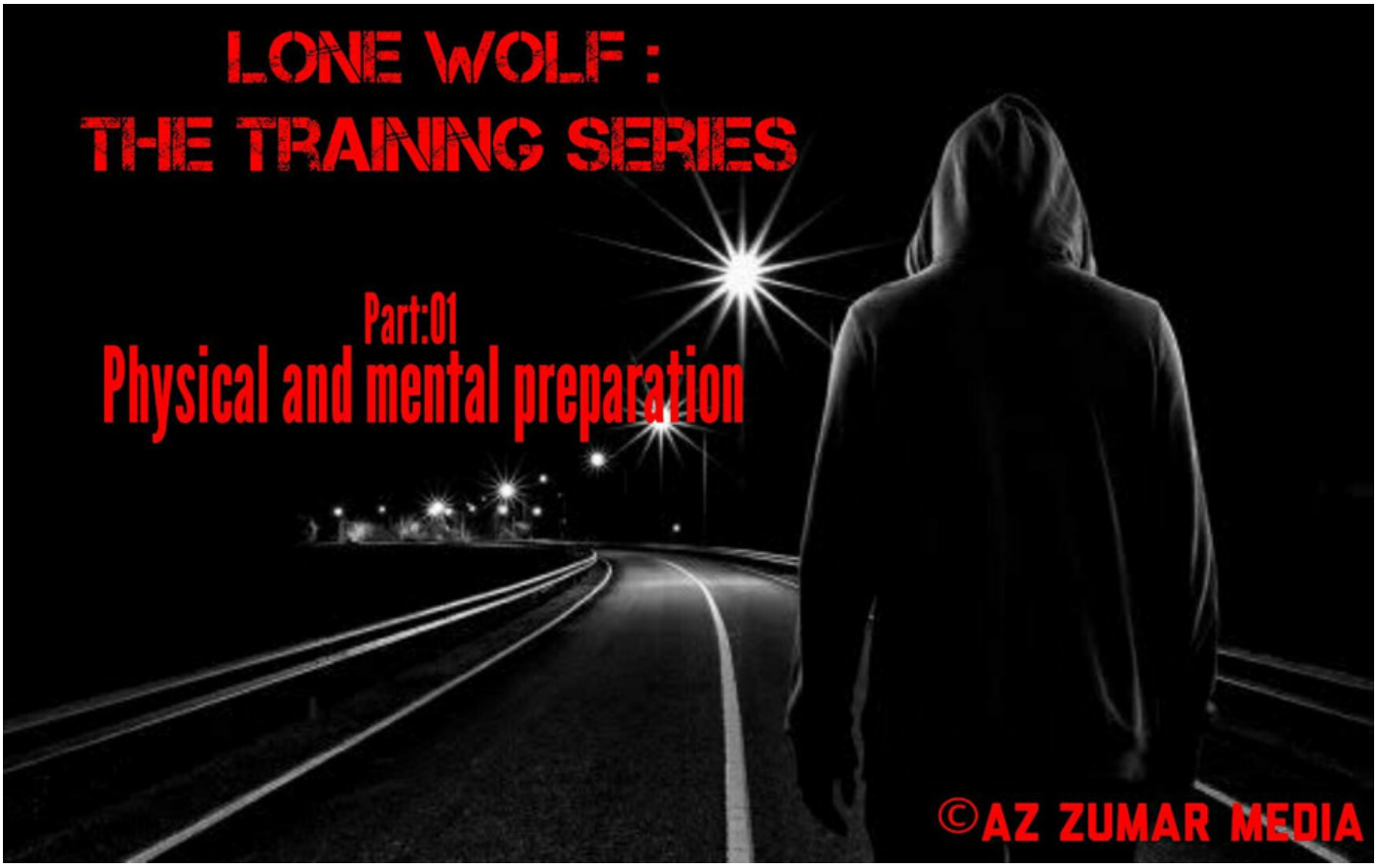

লৌন উল্ফঃ দ্য ট্রেনিং সিরিজ

পর্বঃ ০১

শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্বের মালিক এবং যিনি তার জমীনে দ্বীন হিসেবে ইসলামকে নির্বাচিত করেছেন, আর আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সম্মানিত করেছেন।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ[সা:] ও তার পরিবারবর্গের উপর এবং সকল সাহাবাগণের উপর।

বর্তমানে বাংলাদেশ সহ পুরো পৃথিবীতে ইসলাম বিদ্বেষী ও নাস্তিক্যবাদরা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, দুই জাহানের সর্দার, খাতামুন নাবি হযরত মোহাম্মদ[সা:]কে নিয়ে নানাভাবে কটুক্তি করে আসছে এবং বিভিন্নভাবে তার কার্টুন প্রদর্শন করছে, ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপ করছে এমনকি আল্লাহকে নিয়ে পর্যন্ত কটু কথা বলছে যা আমাদের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, যা আমাদের সহ্যসীমার একেবারে বাইরে চলে গেছে। এসব মুসলিম হত্যাকারী হারবি কুফফার, নাস্তিক্যবাদ ও শাতিমার রাসূলদেরকে শাস্তি দেয়া আমাদের মুসলিমদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কিছুতেই তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে বসে থাকতে পারি না, যদি আমরা সত্যিকারে নিজেদের মুমিন দাবি করি আর উম্মতে মোহাম্মদি বলে মনে করি। কারণ হাদিসে এসেছে রাসূল সা: বলেন, "এ ব্যাক্তি ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ধন-সম্পদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার পরিজন থেকে আমাকে বেশি ভালোবাসবে না।"

আজ কাফের,মুশরিক এবং নাস্তিক্যবাদীরা একজোট হয়ে ইসলামের বিরোদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। তাই আমাদেরকেও তাদের এসব আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। হারবি কুফফার, নাস্তিক্যবাদ, শাতিমার রাসূলদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের হত্যা করতে হবে, তাদের প্রতিটি অর্থনৈতিক শক্তি ও স্পর্শকাতর জায়গার উপর জোরালো আঘাত হানতে হবে যাতে করে তারা ইসলাম বিরোধী যুদ্ধ থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা করো, অবিশ্বাসী দের জন্য এটাই প্রতিফল।[সুরা বাকারাঃ১৯১]

আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।[আত তাওবাহঃ৩৬]
যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।[আত তাওবাহঃ১৪]

তবে তাদের বিরোদ্ধে আমাদের সেসব হামলা হবে গুপ্তভাবে। যেমনভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ গুপ্তহত্যার মাধ্যমে শাতিমার রাসূলদের জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতেন। স্মরণ করুন হযরত আবু বাসীর ও আবু জান্দাল[রা:]দের কথা যারা মক্কার কুরাইশ ও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাহনের উপর গুপ্তভাবে অতর্কিত হামলা করে কুরাইশ কাফেরদের নাস্তানাবুদ করে দিতেন।
আজ আমাদের দেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশেরই প্রশাসন কাফের ও শাতিমদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছে। তাই আপনি কোনো কাফের বা শাতিমের উপর প্রকাশ্যে হামলা করে নিরাপদ থাকবেন এরকম আশা নিশ্চয় করবেন না। তার জন্য আপনাকেও আল্লাহ ও তার রাসূলের দুষমনদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হবে, যাতে নিজের নিরাপত্তা কিছুটা মজবুদ করা যায়।

অনেক ভাইয়েরা 'কিভাবে জিহাদের প্রস্তুতি নেবো, কিভাবে শাতিমদের হত্যা করবো বা গুপ্ত হামলা করবো' ইত্যাদি নানারকম প্রশ্ন করেন, তাই তাদের জন্যই অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে একটি সিরিজ লিখায় মনোযোগ দিয়েছি, যাতে একাকি হামলা/লৌন উল্ফের(এক কথায় এককভাবে গুপ্ত হামলা) সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহ তা'য়ালা যেন আপনাদের দোয়ায় সিরিজটি পূর্ণ করার তাওফিক দান করেন।আমিন
দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরাম থেকে লৌন উল্ফ সম্পর্কিত একটি বই অনেক আগেই রিলিজ হয়েছিল, সেটি পড়া না থাকলে অবশ্যই পড়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আমি মনে করি সেই বইটি এই সিরিজ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সিরিজটি একটু অন্যরকম।

সিরিজটিতে যেসব বিষয় থাকবেঃ
১• মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি
২• এম্যুনেশন বা বিভিন্ন অপারেশন সামগ্রী সংগ্রহে রাখা
৩• বোমা-ছুরি সহ বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি ও এর ব্যবহার শিখা
৪• পূর্ব সতর্কতা
৫• টার্গেট সিলেকশন ও প্রোফাইলিং
৬• অপারেশন শুরুর আগে করণীয়
৭• অতর্কিত গুপ্তহত্যার কৌশল
৮• স্যাবোটাজ/নাশকতা করার কৌশল
৯• অপারেশন শেষে দ্বায় স্বীকার ও নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

এখানে সিরিজটির ১ম পর্ব দিয়ে শুরু করছি, বাকি পর্বগুলোও ধারাবাহিকভাবে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি
মানসিক প্রস্তুতি

হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব[রাঃ] মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি আল্লাহর রসূল[সা:]-কে বলতে শুনেছিঃ 'কাজ [এর প্রাপ্য হবে] নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।
[সহিহ বুখারী,হাদিস-১]

• আপনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন, আল্লাহর দুষমনদের শাস্তি দিবেন, এজন্য প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো আপনার নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকা। আপনি যদি নিজেকে বীর প্রমাণ করতে জিহাদ করেন, তাহলে আপনার সমস্ত চেষ্টা বৃথা গেল, আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেন, তবে আপনি সফল ইনশাআল্লাহ।

-তাই এক্ষেত্রে সবার আগে আপনাকে.....

• নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে

• শয়তানের বিরোদ্ধে সর্বদা জিহাদ করতে হবে যাতে সে আপনাকে ধোকায় ও দ্বিধা-সংশয়ে না ফেলে দেয়

• সবসময় আপনাকে নিজের শক্তি,দক্ষতা ও অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না, সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা ও তার সাহায্য কামনা করতে হবে

• কোনো কাজ কিংবা অপারেশন শুরুর আগে ভাবতে হবে যে, আপনি কেন এগুলো করছেন, কি কারণে করছেন

• মনের ভয়-ভীতি ও দ্বিধা-সংশয়তা দূরে রাখতে হবে

• কেউ আপনার কাজকে নিরুৎসাহিত করতে চাইলে এতে দূর্বল হওয়া চলবে না বরং আপনি আপনার সেরাটা এতে ব্যয় করবেন ইনশাআল্লাহ

• বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করুন ও ইস্তেখারা করুন যাতে আপনার কাজটিতে কল্যাণ আছে কিনা তা উপলব্ধি করতে পারেন

• সবশেষে রাসূলুল্লাহর[সা:] এই হাদিসটি মনে রাখুন "কাজ এর প্রাপ্য হবে নিয়ত অনুযায়ী।"

-Enough The Mental Preparation-

শারীরিক প্রস্তুতি(প্রাথমিক)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।"

[আল আনফাল-৬০]

আল্লাহ ও তার রাসূল[সা:] এর এবং আমাদের শত্রুদের বিরোদ্ধে সর্বাত্মকভাবে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে আমরা তাদের বিরোদ্ধে সফল আক্রমণ করতে পারি এবং তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিশেষ করে লৌন উল্ফ মুজাহিদিনের জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণটা জরুরি, যাতে তিনি কোনো অপারেশনে গিয়ে ফিজিক্যালি সমস্যার সম্মুখীন না হোন। কারণ লৌন উল্ফ হলো একটা সিক্রেট মিশন, এখানে সামান্য সমস্যা বা ভুলই হয়তো আপনার পুরো অপারেশনটাই নষ্ট করে দিতে পারে। তাই এক্ষেত্রে প্রস্তুতি যথেষ্টভাবে সম্পন্ন করা উচিৎ।

নিজের শরীরকে ফিটনেস রাখতে যেসব স্টেপস আপনাকে চলমান রাখতে হবে.....

১. দৌড়। শরীরকে ফিটনেস রাখতে বা যেকোনো ধরণের সামরিক কার্যক্রম চালাতে দৌড়ের কোনো বিকল্প নেই। দৌড় আপনাকে প্রতিদিনই জারি রাখতে হবে।

কাজেই, আজ থেকেই দৌড় শুরু করুন। দৌড়ের সবচেয়ে উত্তম সময় হলো ফজরের সালাত শেষে। যদি আপনি নতুন হোন তাহলে প্রথমে দৌড়ের দূরত্ব সীমাবদ্ধ রাখুন, ধরুন প্রথমদিন ২০০ মিটার। এভাবে ৪-৫ দিন পর ধীরে ধীরে ৫০ মিটার করে বাড়ান, এভাবে ধারাবাহিক বাড়াতেই থাকবেন। কয়েকদিন দৌড়ানোর পর হাটুর নিচ ও উরুতে ব্যাথা হবে, এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই এবং কোনো ঔষধ খাওয়ারও প্রয়োজন নেই, আরো ৪-৫দিন দৌড়ালে সেটা সেরে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন দৌড়ের বিকল্প নেই, আপনি এমন হারে দৌড়ের স্পীড ও পরিমাণ বাড়াবেন যেন, একটানা কমপক্ষে ৫ কিলোমিটার দৌড়াতে পারেন।

২. পুশ-আপ। শারীরিক প্রশিক্ষণের জন্য পুশ-আপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুশ-আপ আপনার হাতের পেশী মজবুদ করার পাশাপাশি পুরো শরীরের জন্য আলাদা একটা পরিবর্তন আনবে। পুশ-আপে আপনি নিয়মিত হতে পারলে ফ্রি হ্যান্ড ফাইটিং বা হস্তযুদ্ধে আপনাকে হারানো খুবই কঠিন হবে। তাই প্রতিদিন সকালে ঠিক দৌড়ের পর পুশ-আপ দেয়া শুরু করুন। একবারে নতুন হলে প্রথম দিকে ৫টা দিয়ে শুরু করুন, ২দিন পর ১০টা দিন.... এভাবে এক সপ্তাহে আপনাকে ৩০এ পৌছাতে হবে, এরপর ধারাবাহিকভাবে ৪ দিন পর পর ৫টা করে পুশ-আপ বাড়ান, এভাবে বাড়াতেই থাকুন। মনে রাখবেন পুশ-আপ যত বেশি দিতে পারবেন ততো ভালো। কয়েকদিন দেয়ার পর হাতের পেশি ও বগলে খুব বেশি ব্যথা অনুভূত হবে, মনে হবে যেন হাত ভেঙে গেছে, কিন্তু পুশ-আপ আপনাকে জারি রাখতেই হবে, আরো ৫-৬ দিন দেয়ার পর ব্যথাও কমে যাবে ইনশাআল্লাহ এবং আপনার হাতটা সবসময় ইজি থাকবে। এমন হাতে কারো গর্দানে চাপাতির কোপ দিলে ঘাড় থেকে মাথা নামতে দেরি হবে না ইনশাআল্লাহ।

৩. সিট-ডাউন। বার বার উঠবস করা, এতে আপনার পায়ের পেশি শক্ত হবে, সুযোগমত কাউকে Kick/লাথি মারতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য সে চাঁন্দে যেতে বাধ্য ইনশাআল্লাহ। সিট-আপ প্রথমে ১০টা দিয়ে শুরু করবেন, এরপর ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ৫০এ নিতে হবে।

৪. বাইসেপ। এর জন্য আপনাকে ডাম্বেল বা বারবেল কিনতে হবে। ৭-৮শ টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন।
আবার ঘরেও বানাতে পারেন যেভাবেঃ প্রথমে ৫লিটারের দুটো তৈল/পানির বোতল নিন, এগুলোর মুখের দিকে ৩-৪ ইঞ্চি কেটে ফেলে মুখ সমান করুন, এরপর বালু-সিমেন্ট মিক্স করে বোতল একটিতে পুরোটা ভরে ঢালুন এবং বোতলের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে শক্ত লাঠি অথবা লোহার পাইপ গেড়ে দিন, ব্যস..... পরেরদিন শুকিয়ে গেলে ঠিক এভাবেই অন্যটাতে করুন...। এবার হয়ে গেল বারবেল, এর ওজন কমপক্ষে ২০-২৫কেজি হবে। এটা দিয়েই আপনার বাইসেপের কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. চিন-আপ। উপরের ছবির মতো রড অথবা শক্ত লাঠির সাথে ঝুলে উঠা-নামা করতে হবে। এতে কষ্ঠ একটু বেশি হবে, তবে সাধ্যমতো দুইদিন পর পর ২-৩টা করে চিন-আপ বাড়াতে হবে।

৬. সিট-আপ। উপরের ছবির মতো জমিনে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন, এবার দুটো হাত মাথায় পিছনে রেখে এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ক্রস করে ঢুকান এবং শক্ত করে মাথা ধরুন, তবে কনুই হাল্কা রাখুন। আর পা দুটো ভাঁজ করে একসাথে মিলিয়ে সোজা রাখুন, এবার ধীরে মাথা উঠান-নামান। সিট-আপ এমনভাবে দিবেন, উঠলে যেন বুক আলতোভাবে উরুর সাথে লাগে। এভাবেই প্রথমদিকে ১০-১৫টা দেয়ার চেষ্টা করুন এবং ধীরে ধীরে এর সংখ্যা ও স্পীড বাড়ান।

৮. পাঞ্চিং। পাঞ্চিং/ঘুষি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেপ। কোনো নাস্তিক বা শাতিমকে গুপ্তহত্যা করতে গেলে পাঞ্চিং আপনার আয়ত্বে থাকতেই হবে। ধরুন, আপনি টার্গেটের উপর ছুরি দিয়ে আঘাত করলেন, কিন্তু ফেইল/মিসিং হয়ে গেল, তখন কিন্তু টার্গেট সতর্ক হয়ে যাবে, সে চাইবে আপনাকে ঘায়েল করে হলেও বেচে যেতে, তখন যদি আপনার হাত থেকে অস্ত্র পড়েও যায় তবুও পাঞ্চিং এর মাধ্যমে তাকে সামলাতে পারবেন। আর যদি ভালো পাঞ্চিং শিখতে পারেন তাহলে দু তিনটা পাঞ্চ মারলেই সে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আরামসে তার কল্লা ঘাড় থেকে নামিয়ে আনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

পাঞ্চিং বল আপনি মার্কেটেই পাবেন, তবে সেটা আপনার সামর্থ্যের বাইরে হলে ঘরোয়া পদ্ধতিতেও বানাতে পারেন যেভাবে:

প্রথমে আপনার একটি পুরোনো তবে খুব শক্ত একটি জিন্স প্যান্ট নিন, এর দুই পা গোড়া থেকে কেটে ফেলুন, এবার এক পা আরেক পা দিয়ে ঢুকান। হুম হয়েছে, এর একপাশ শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলুন। এবার অন্যপাশের খুলামুখ দিয়ে সম্পূর্ণটা বালি দিয়ে ভর্তি করে ফেলুন, হয়ে গেলে খোলা পাশটিও শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলুন। হয়ে গেল পাঞ্চিং বল, আবার চাইলে বাজার থেকে ফোম কিনে এর চারপাশটা পেঁচিয়ে রাখতে পারেন, হাতে ব্যথা কম পাবেন। এবার এটি সামান্য লম্বা রশি দিয়ে সুবিধামতো কোনো স্থানে ঝুলিয়ে রাখুন, যেখানে আপনি পাঞ্চিং পর্যাক্টিস করতে পারবেন, তবে পর্যাক্টিসের সময় অবশ্যই হাতে গ্লাস পরবেন অথবা কাপড় পেঁচিয়ে নেবেন, নয়তো হাতের আঙ্গুলের একটিরও চামড়া বাকি থাকবে না। আর পাঞ্চিং বলটি এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন যাতে এর মধ্যভাগ আপনার মুখের সমান থাকে।

প্রথমে ধীরে ধীরে পাঞ্চিং করে এরপর স্পীড বাড়াতে থাকবেন। তবে হাতের স্পীডের চেয়ে 'জোর' এর দিকে বেশি খেয়াল দিবেন, কাউকে পাঞ্চ মারলে যেন মনে হয় সে রডের বাড়ি খেয়েছে।

৯. ক্রলিং। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রলিং হলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেপ, এর কোনো বিকল্প নেই। তবে লৌন উক্ষের সকল ক্ষেত্রে ক্রলিং ততোটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এটা শিখা এবং অভ্যাস করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ, যেকোনো সময় প্রয়োজন পড়তে পারে।

ধরুন; কোনো বড় টার্গেটকে আপনি হত্যা করে ফেললেন, এবং পালিয়ে তার বাড়ির আঙ্গিনায়ও এসে গেলেন। কিন্তু তার চিৎকারে সকল লোকজন ও সিকিউরিটি বাড়ির আঙ্গিনায় এসে হত্যাকারীকে খুজতে শুরু করলো, এখন আপনি কি করবেন? এখন তো আপনি হেটে কিংবা দৌড়ে তো পালাতে পারবেন না, আপনাকে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ক্রলিং করেই টার্গেটের বাড়ি থেকে বের হতে হবে। তাছাড়া কোনো টার্গেটিং প্লেস/স্থানে যদি CCTV ক্যামেরা থাকে তাহলে আপনাকে ক্রলিং করেই টার্গেটের বাসায় পৌছাতে হবে, নয়তো ক্যামেরায় ধরা পড়বেনই।

কাজেই ক্রলিং শেখা জরুরি। আপনার বাসার আঙ্গিনা যদি একটু বড় হয়, তাহলে লম্বালম্বিভাবে(দৈর্ঘ্য) ২০০-৩০০ মিটারের মতো এবং চওড়ায় ৪-৫ ফিটের একটি জায়গা নির্ধারণ করুন। এবার দৈর্ঘের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত(দু পাশেই) ১ হাত জায়গা ফাঁকা রেখে রেখে রড অথবা ছোট বাশের খুটি বসান এবং দুই পাশের খুটির মাথার উপরে ক্রস করে কাঁটাতার পেচানো শুরু করুন। এমনভাবে কাঁটাতার পেচান যাতে করে কাঁটাতার থেকে জমিন পর্যন্ত উচ্চতা ১ হাতের বেশি না হয়।

এবার ক্রলিং শুরু করুন। মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে পড়ুন, কনুই মাটিতে রেখে হাত উপরের দিকে সোজা করুন এবং দেহের সবটুকু ভর কনুইর উপর এবং কিছুটা হাটুর উপর দিয়ে আগের দিকে চলা শুরু করুন, চলার সময় পিট যেন উচু না হয়, নয়তো কাঁটাতার ছিঁড়ে ফেলবে। এভাবেই ধৈর্য ধরে প্রতিদিন ১-২ বার ২০০-৩০০ মিটার ক্রলিং করুন। প্রথমদিকে কনুইর চামড়া কিছুটা তেতলে যাবে-সামান্য রক্ত বের হবে, ভয় পাবেন না। এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন, একমাত্র আল্লাহর জন্যই আপনার সামান্য রক্ত গেল, এর বিনিময়ও আল্লাহ আপনাকে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

১০. নাইলন কর্ড বেয়ে বিল্ডিং চড়া। একাধিক বা বহুতল ভবনে উঠতে গেলে সাধারণত আমরা লিফট বা সিড়ি ব্যবহার করি। কিন্তু একজন গুপ্ত হামলাকারী রাতের বেলায় বহুতল ভবনে থাকা কোনো টার্গেটকে গুপ্তহত্যা করতে চাইলে লিফট বা সিড়ি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অনিরাপদ। এর বিকল্প হিসেবে দুটি পথই থাকে, বিল্ডিং এর পাইপ বেয়ে উপরে উঠা অথবা রশি/কর্ড দিয়ে উঠা।

• পাইপ বেয়ে উঠা। এজন্য আপনার গাছে চড়ার অভ্যাস থাকতে হবে, যদি গাছে চড়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে সেটা করে অভ্যস্ত হতে হবে, নয়তো পড়ার সম্ভাবনা প্রবল।

• কর্ডের সাহায্যে উঠা। এজন্য আপনাকে প্রথমে এর অনুশীলন করতে হবে।

আপনার বাড়ির আঙ্গিনার একটি গাছের ২৫-৩০ ফিট উপরে শক্ত করে রশি বাঁধুন... এবার রশি বেয়ে বেয়ে গাছে উঠার চেষ্টা করুন। একটি বিষয় খেয়াল রাখবেন যে, রশি বেয়ে উঠার সময় সমস্ত শক্তি হাতের উপর থাকবে এবং হাতের শক্তি দিয়েই আপনাকে উপরের দিকে উঠতে হবে। অনেকে চায় দুই পা দিয়ে রশি ধরে গাছের মতো উপরে উঠতে, এটা ভুল, এতে কষ্টই বেশি। তবে 'পা যে লাগাবেনই না' এরকমটা না, দু পা দিয়ে রশি ধরে পায়ে ভর রাখতে পারেন, এতে হাতে প্রেশার কম পড়বে। রশি দিয়ে গাছে উঠতে সফল হয়ে গেলে এবার বিল্ডিং'এ চেষ্টা করুন।

বিল্ডিং'এ উঠার জন্য বাজারে রশিতে লাগানোর জন্য ষ্টীল/রডের হুক পাওয়া যায়, এরকম একটা হুক কিনে রশির মাথায় শক্ত করে বাঁধুন। এবার আপনার বাসার পাকা ছাদে রশিটা লাগান, (রশির মূল মাথা বাম হাত দিয়ে ধরে, হুক লাগানো মাথাটা ডান হাতে ধরে এমনভাবে ছাদের দিকে ছুড়ুন যাতে করে হুকটা ছাদের কিনারা/বর্ডারে আটকে যায়) এবার একটা হেচকা টান দিয়ে দেখুন যে হুক ছুটে যায় কিনা, যদি না ছুটে তাহলে রশি বেয়ে উঠার প্র্যাক্টিস করুন। উঠার সময় কখনই নিচের দিকে তাকানো যাবে না। আর এরকম কাজের জন্য নাইলনের রশি সর্বোচ্চ ভালো, যা বাজারে পাওয়া যায়।

রশি বাঁধবেন কিভাবে তার একটি ভিডিও লিংক দিলাম দেখে নিবেন ইনশাআল্লাহ।

https://youtu.be/54TuoXmQY9Q

আরেকটি বিষয় হচ্ছে কারাতে/কুংফু। এটি শেখা অত্যাবশ্যক কিছু নয়, কিন্তু যদি সম্ভব হয় তাহলে শিখবেন। কারণ কারাতে হবে আপনার একটি বাড়তি ডিফেন্স পাওয়ার অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা। কারণ গুপ্ত অপারেশনের সময় ফ্রী হ্যান্ড ফাইটিং এর অভিজ্ঞতা থাকা আপনার অপারেশন সফল হওয়ার একটি কারণ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শহরে এরকম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, সম্ভব হলে কিছুদিন কোর্স করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

১ম পর্ব এই পর্যন্তই

২য় পর্ব অতিশীঘ্রই আয যুমার মিডিয়াতেই দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ

আমাদের চ্যানেল লিংক

@aj_jumar_media